বাংলা ভাষায় কমপিউটার বিষয়ক বই-পুস্তক

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ও মোঃ হাসান শহীদ

১. ভূমিকা ঃ কমপিউটার আজ সভ্যতা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সভ্যতায় কমপিউটারের এ রকম অবস্থান নিয়ে কমপিউটারের স্বপ্নদ্রষ্টা বিজ্ঞানীগণও কখনো ভেবেছিলেন কিনা-সন্দেহ। আসলে মানুষের ভাবনাই প্রযুক্তি বিকাশের উৎস। মুহূর্তের পর মুহূর্তের চিন্তার উৎকর্ষতার সাথে সাথে তাই প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে এসেছে প্রচণ্ড গতিময়তা। আধুনিক কমপিউটার প্রযুক্তি এরই প্রকৃষ্ট প্রতিফলন মাত্র। বিশ্বজুড়ে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করছে কমপিউটার। গোটা বিশ্বের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আমাদের দেশেও এ পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ কার্য-সম্পাদনে কমপিউটার ব্যবহৃত হয়ে আসছে- দেশবাসী ইতোমধ্যেই এর সুফল পেতে শুরু করেছেন। এ সুফলকে ব্যাপকতর করার প্রয়াসে কমপিউটারের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রয়োজন এখনই। অন্যদিকে কমপিউটারে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হলে বাংলা ভাষায় বিরচিত কমপিউটার বিষয়ক বই-পুস্তক একান্তভাবেই অপরিহার্য। কারণ মাতৃভাষাই জ্ঞান অনুশীলনের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সহজ মাধ্যম।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কমপিউটার বিষয়ক বই-পুস্তক এ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু। আমাদের জানামতে, কমপিউটার বিষয়ক বাংলা বই প্রথম প্রকাশিত হয় পশ্চিম বঙ্গে ১৯৮২ সালে আর বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালে। গত এক দশকে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু কমপিউটার বিষয়ক বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে। কমপিউটার বিষয়ে অনুরাগী অনেক শিক্ষক, ছাত্র ও পাঠকের কাছে অনেক সময় এসব পুস্তকের খবর পৌঁছায় না। বাংলা একাডেমীর বই মেলাতে উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে অভূতপূর্ব আগ্রহ পরিলক্ষিত হলেও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, কৃষি, অর্থনীতি, বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে আলোচক ও পাঠকদের আগ্রহ লক্ষণীয় নয়। অথচ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসব বিষয়ের বই-পুস্তকের ভূমিকা উপেক্ষণীয় হওয়া উচিত নয়। এ নিবন্ধে বাংলায় প্রকাশিত কমপিউটার বিষয়ক বই-পুস্তকের একটি সমীক্ষা তুলে ধরা হয়েছে।

২. শ্রেণী বিভাগ ঃ একটি বই সম্পর্কে অতি সহজে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য বইগুলোকে হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার মিশ্রজাত এ তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। এ শ্রেণীবিভাগ খুব সূক্ষ্ম অর্থে নয়- ব্যতিক্রম রয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। বইগুলো একের পর এক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রকাশকালের ক্রমধারা অবলম্বন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর স্তরে বইগুলোর উপযোগিতা নির্দেশ করা হয়েছে।

৩. হার্ডওয়্যার বিষয়ক বইসমূহ ঃ

(ক) ডিজিট্যাল ইলেকট্রনিক্স (১ম ও ২য় খণ্ড)

লেখক ঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান।
প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
প্রকাশকাল ঃ জুন, ১৯৮৯।
মূল্য ঃ ১ম খণ্ড ১১৫ টাকা (সাদা), ২য় খণ্ড ১৪০ টাকা (সাদা)।
পৃষ্ঠা ঃ ১ম খণ্ড ২৯৩ + ১৫ ; ২য় খণ্ড ৩৬৮ + ১৯।
স্তর ঃ উচ্চ।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ডিজিট্যাল ইলেকট্রনিক্স চর্চার জন্য বাংলায় রচিত সুসংগঠিত বই এটি। ১ম ও ২য় খণ্ড মিলে সর্বমোট ১৭টি অধ্যায় রয়েছে এ বইয়ে। ১ম খণ্ডের ১০টি অধ্যায়ে ডিজিট্যাল ইলেকট্রনিক্সের মৌলিক বিষয়সমূহ আলোচনা করেছেন লেখক। অপেক্ষাকৃত জটিল ও প্রয়োগভিত্তিক বিষয়সমূহ ২য় খণ্ডের ৭টি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। গণনা পদ্ধতি এবং কোড থেকে শুরু করে মাইক্রোপ্রসেসরভিত্তিক সিষ্টেমের (মাইক্রোকমপিউটার) সুবিন্যস্ত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। বানানে সামান্য অসংগতি এবং মুদ্রণজনিত কিছু ত্রুটি রয়েছে। তবে, শুদ্ধিপত্র সংযোজনের মাধ্যমে তা অনেকটা সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। বইটির রচনাশৈলীও বেশ ভাল।

(খ) ডিজিট্যাল ইলেকট্রনিক্স এবং মাইক্রোপ্রসেসর।

লেখক ঃ চন্দ্রশেখর রায় ও দেবাশিষ গুহ।
প্রকাশক ঃ হিন্দু স্কুল সায়েন্স সেন্টার।
১/বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩।
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর, ১৯৮৯।
মূল্য ঃ ভারতীয় ৪০ টাকা (নিউজ প্রিন্ট)
পৃষ্ঠা ঃ ১৭১ + ৮।
স্তর ঃ উচ্চ।

মাইক্রোপ্রসেসর এবং মাইক্রোপ্রসেসরভিত্তিক সিষ্টেমসমূহ নিয়েই মূলতঃ এ বইয়ের বিষয়বস্তু আবর্তিত। শিক্ষার্থীদেরকে মাইক্রোপ্রসেসর প্রযুক্তির বিষয়গুলো ধাপে ধাপে শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে ডিজিট্যাল ইলেকট্রনিক্স-এ যতটা জ্ঞান থাকা দরকার ঠিক ততটুকুই এ বইয়ে আলোচিত হয়েছে। মাইক্রোপ্রসেসরভিত্তিক আলোচনার জন্য লেখকদ্বয় Intel 8085 A মাইক্রোপ্রসেসরকে নির্বাচন করেছেন। হাতে কলমে যাঁরা কাজ করতে চান তাঁদের জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হবে এ বই। মুদ্রণ এবং হাতে আঁকা চিত্রের উপস্থাপনজনিত কিছু ত্রুটি ছাড়া বইটিকে একটি উন্নতমানের বই হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

(গ) ইলেকট্রনিক মুভিং ডিসপ্লে।

লেখক ঃ শ্রী চন্দ্রশেখর রায়।
প্রকাশক ঃ ইলেকট্রনিক রিসার্চ সার্কেল।
৩৬ এ, হালদার পাড়া রোড, কালিঘাট,
কলিকাতা।
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর, ১৯৯০।
মূল্য ঃ ভারতীয় ৮০ টাকা (নিউজপ্রিন্ট)।
পৃষ্ঠা ঃ ২১২ + ১০।
স্তর ঃ উচ্চ।

এটি একটি উচ্চমানের ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্টের বই। বেশীর ভাগ প্রোজেক্টই মাইক্রোপ্রসেসরভিত্তিক। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এবং মাইক্রোপ্রসেসর-এ যাদের জ্ঞান আছে তাদের জন্য বইটি বিশেষভাগে উপযোগী। বইয়ে উপস্থাপিত প্রত্যেক প্রজেক্টেরই এ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম দেয়া আছে। পাঠকদের সুবিধার্থে কয়েকটা অপেক্ষাকৃত জটিল আই, সি, যেমন 8279, 8251 ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়াও IBM PC-এর সিরিয়াল কী-বোর্ডের বিশদ বিবরণ এবং সুইচিং মোড পাওয়ার সাপ্লাই সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে এ বইয়ে। রচনাশৈলী বেশ ভাল।

৪. সফটওয়্যার বিষয়ক বইসমূহ ঃ

(ক) কমপিউটার প্রোগ্রামের মূলনীতি।

লেখক ঃ এস. কে. আহমেদ কামাল।
প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
প্রকাশকাল ঃ জুন, ১৯৮৭।
মূল্য ঃ ৪০ টাকা (সাদা)।
পৃষ্ঠা ঃ ১৭৯ + ৮।
স্তর ঃ উচ্চ।

সফটওয়্যারভিত্তিক হলেও কমপিউটারের বিশেষ কোন উচ্চস্তর ভাষা বা প্যাকেজের উপর এ বইয়ে আলোকপাত করা হয়নি। কমপিউটারে ব্যবহৃত বিভিন্ন উচ্চস্তর ভাষাগুলোর অ্যালগরিদম (Algorithm) বা ব্যাকরণ প্রণালী সম্বন্ধে এ বইয়ে সুসংবদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। বইটি সাধু বাংলায় লিখিত। বিন্যাস ও উপস্থাপনা মোটামুটি ভাল। কমপিউটারে ব্যবহৃত যে কোন ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে এ বইটি সহায়তা করবে।

(খ) কম্পিউটার পরিচয় ও বেসিক প্রোগ্রামিং।

লেখক ঃ ডঃ বিষ্ণুচরণ সরকার।
প্রকাশক ঃ সিটি বুক করপোরেশন, কলিকাতা।
প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী, ১৯৮৮।
মূল্য ঃ ভারতীয় ২৫ টাকা (নিউজপ্রিন্ট)।
পৃষ্ঠা ঃ ১৭২ + ৮।
স্তর ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক।

বেসিক প্রোগ্রামিং এর কৌশলাদিই এ বইয়ের মূল বিষয়বস্তু। আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে উপক্রমণিকায় কমপিউটারের প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে মোট ১১টি অধ্যায় রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি অধ্যায়ের আলোচনাই বেসিক প্রোগ্রামিং-এর উপর। অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট সম্পর্কে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক ইংরেজী শব্দের পাশাপাশি বাংলা প্রতিরূপ না থাকায় পঠনের ক্ষেত্রে কিছুটা বিড়ম্বনার সৃষ্টি হতে পারে। মুদ্রণ ও উপস্থাপনা ভাল।

(গ) ওয়ার্ড প্রোসেসিং ও ওয়ার্ডস্টার।

লেখক ঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ও মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন।
প্রকাশক ঃ অক্ষর মালা প্রকাশনী, ঢাকা।
প্রকাশকাল ঃ মার্চ, ১৯৮৯।
মূল্য ঃ ৮০ টাকা।
পৃষ্ঠা ঃ ১৭৬ + ৮।
স্তর ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক।

বাংলা ভাষায় রচিত ওয়ার্ড প্রোসেসিং বিষয়ক প্রথম

কমপিউটারের দশ দিগন্ত

এবার আসছে হরিৎ কমপিউটিং

ওয়াশিংটনের ফেডারেল প্রশাসন মার্কিন কমপিউটার প্রস্তুতকারক এবং ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে এখন গ্রীন কমপিউটিং নীতিটিকে বাস্তবায়িত করতে চাচ্ছেন শিল্পনীতির আওতায়।

এই গ্রীন বা হরিৎ কমপিউটিং-এর মুখ্য লক্ষ্যটি হচ্ছে পারসোনাল কমপিউটার (পিসি) এবং এগুলির সফটওয়্যার প্রস্তুতকারকদের জ্বালানী সাশ্রয়ী কমপিউটার তৈরীতে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে অত্যাধিক বিদ্যুৎ উৎপাদনজনিত পরিবেশ দূষণের মাত্রা হ্রাস পায়।

মার্কিন পরিবেশ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের 'এনার্জি ষ্টার কমপিউটারস প্রোগ্রাম'-টিই হচ্ছে এই হরিৎ কমপিউটিং কর্মসূচীর মূল উৎস। প্রধান মার্কিন পিসি নির্মাতা আইবিএম, এপেল, ডিজিট্যাল একুইপমেন্ট এবং জেনিথ ডাটা সিস্টেমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এখন কাজ করে চলেছে পরিবেশ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ এই জ্বালানি সাশ্রয়ী পিসি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে।

একটি পিসির জন্য কিন্তু বেশী বিদ্যুৎ লাগে না। আপনার বাসার পিসিটি যদি সারা মাস ধরে ২৪ ঘন্টা চালু রাখেন তবে দেখবেন যে মাসিক বিদ্যুৎ বিল যা আসে তার চেয়ে তেমন একটা বাড়েনি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মার্কিন অফিস ও বাসায় পিসির দ্রুত প্রসারের ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ কিলোওয়াট গণনার পর চমকপ্রদ তথ্য বের করতে সমর্থ হয়।

পরিবেশ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তাতে তারা দেখিয়েছে যে সারা যুক্তরাষ্ট্রের যে মোট বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় তার ৫% হচ্ছে পিসি ব্যবহারজনিত। তারা পূর্বাভাস দিয়েছে যে পিসির ব্যবহার যে পাগলাপারা গতিতে বাড়ছে তাতে এই শতাব্দীর শেষে এই সংখ্যা বেড়ে ১০% দাঁড়াবে।

মোট মার্কিন বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৫% বা ১০% কিন্তু একটা বিশাল অঙ্কের কিলোওয়াট। তাই পরিবেশ কর্তৃপক্ষ পিসি, পিসির চিপ ও সফটওয়্যার নির্মাতাদের নিয়ে হরিৎ কমপিউটিং প্রকল্পের কাজ করেছে সময় থাকতেই। এর আরেকটি বাণিজ্যিক পার্শ্ব সুফলটি হচ্ছে যে বিদেশী ক্রেতারা যখন জ্বালানী সাশ্রয়ী পিসির ব্যাপারে উৎসাহী হবে তখন মার্কিন পিসি প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলি এই এলাকায় নেতৃত্ব নেবে সহজেই।

মার্কিন কমপিউটার প্রযুক্তির অমিত শক্তির সুবিধা নিয়ে এই হরিৎ কমপিউটিং প্রকল্পটি একেবারে সঠিক সময়ে যাত্রা শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ছোট বহনযোগ্য ল্যাপটপ ও নোটবুক পিসির জন্য দীর্ঘায়ুর ব্যাটারী উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও মার্কিন কোম্পানিগুলি এগিয়ে রয়েছে। এখন হরিৎ কমপিউটিং-এর আওতায় এই জ্বালানী সাশ্রয়ী প্রযুক্তি অনায়াসে ডেস্কটপ কমপিউটারেও যুক্ত হবে।

পরিবেশ কর্তৃপক্ষের বাস্তব যুক্তিটি হচ্ছে অধিকাংশ লোকই তাদের ডেস্কটপ পিসিটি সারক্ষণ চালু রাখে। কিন্তু এই সময়ের মাত্র প্রায় ৩০ থেকে ৩০ শতাংশ সময় এটির প্রকৃত ব্যবহার হয়। তাই এমন পিসি বানাতে হবে যেটি অব্যবহৃত থাকার সময়টিতে স্বয়ংক্রীয়ভাবে একটি স্বল্প বিদ্যুৎ ব্যয়ী 'স্লিপ' মোড বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে। এতে সমষ্টিগতভাবে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে প্রচুর।

এই ভাব ধারাটির সাথে ঘনিষ্ঠ মিল খুজে পাবেন তারা যারা এখন ইন্টেল কোম্পানির 386SL বা 486SL মাইক্রোপ্রসেসর চিপে সজ্জিত একটি বহনযোগ্য পিসি ব্যবহার করছে। ব্যাটারীর শক্তি সংরক্ষণের জন্য এসব সর্বশেষ বহনযোগ্য পিসিগুলি অব্যবহৃত থাকার সময় নিজে থেকেই চলে যায় ঘুমন্ত অবস্থায় বা স্লিপ মোডে। এটি একেবারে স্বল্প জ্বালানীতে আপনার ডাটাসমূহকে সংরক্ষণ করবে। আপনি আবার যখন কাজ শুরু করবেন সিস্টেমটি জাগ্রত হয়ে আপনাকে ঠিক একই প্রোগ্রামের একই স্থানটিতে রাখবে যেখানটিতে আপনি অবস্থান করছিলেন আপনার বহনযোগ্য পিসিটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার সময়টিতে। একজন পিসি ব্যবহারকারীর জন্য সেটিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে আবার পরে চালু করার চেয়ে এটি অনেক সুবিধাজনক ও সময় সাশ্রয়ী সর্বোপরী এই 'নিদ্রা সজাগ' পদ্ধতি অনেক কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে।

বিশ্বের সেরা কমপিউটার মাইক্রোপ্রসেসর নির্মাতা ইন্টেল ঘোষণা করেছে তারা এখন ডেস্কটপ পিসির জন্য যে মাইক্রোপ্রসেসর তৈরী করবে সেগুলিতে 'স্লিপ-রিজিউম' বা 'নিদ্রা-সজাগ' ক্ষমতাবিশিষ্ট SL চিপ দেবে।

এ বছরের মাঝামাঝি এই 'হরিৎ' ডেস্কটপ পিসিগুলির বাজারে আসার কথা। ইন্টেল আরো অঙ্গিকার করেছে যে তাদের 486 মাইক্রোপ্রসেসরের যে ভবিষ্যৎ সংস্করণগুলি আসবে তার প্রতিটিতে থাকবে এই 'নিদ্রা-সজাগ' ক্ষমতা। ইন্টেল তাদের সবচেয়ে শক্তিধর সর্বশেষ পেন্টিয়াম নামের যে 586 মাইক্রোপ্রসেসর চিপ ছাড়তে যাচ্ছে সেটিতেও এই ঘুম সজাগ বৈশিষ্ট সন্নিবেশিত হবে।

উন্নত জ্বালানী ব্যবস্থাপনায় সফটওয়্যার কোম্পানিগুলিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাইক্রোসফটের জনপ্রিয় পিসি অপারেটিং সিস্টেম উইনডোজ যারা ব্যবহার করছেন তারা ইতিমধ্যেই জানেন এটির 'স্ক্রীন সেভার প্রোগ্রাম'-এর কথা। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার মিনিট পর্যন্ত একটি পিসির ডিসপ্লে মনিটর বা স্ক্রীনটি যদি অব্যবহৃত থাকে তবে এটি নিজে থেকেই ব্ল্যাঙ্ক বা ফাঁকা হয়ে যাবে। এটি থেকেও ভালো জ্বালানী খরচ বাঁচে।

রিফাত গওহর

(বাংলা ভাষায় কমপিউটার বিষয়ক বই-পুস্তক)

পুস্তক এটি। এতে ওয়ার্ড প্রোসেসিং ও ওয়ার্ডস্টার এর বিভিন্ন কমাণ্ড ও তথ্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন লেখকদ্বয়। এ ছাড়াও ওয়ার্ড প্রোসেসিং এর গুরুত্ব, উদ্ভব, বিকাশ ও প্রয়োগভিত্তিক আলোচনা রয়েছে এ বইয়ে। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ভাল এবং ভাষা সাবলীল।

(খ) কমপিউটারের অ, আ, ক, খ
(অপারেটিং সিস্টেম, ওয়ার্ডস্টার ও ওয়ার্ড পারফেক্ট)

লেখক ঃ মিজানুর রহমান।
প্রকাশক ঃ জনাব মিজানুর রহমান।
৪৭, বি. কে. দাস রোড (দ্বিতীয় তলা)।
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।
প্রকাশকাল ঃ আগস্ট ১৯৮৯।
মূল্য ঃ ৯০ টাকা (সাদা)।
পৃষ্ঠা ঃ ১৮২ + ১২।
স্তর ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক।

দুইটি অধ্যায়ে লেখক এ বইয়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। কমপিউটারের গঠন কৌশল এবং অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কিত তথ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন প্রথম অধ্যায়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ওয়ার্ডস্টার ও ওয়ার্ডপারফেক্ট সম্বন্ধে আলোচনা। প্রথম অধ্যায়ের আলোচনায় আরও কিছু চিত্রের সংযোজন ঘটালে ভাল হত। আরও কিছু ইংরেজী শব্দের বাংলারূপ উপস্থাপন করলে পঠনের সাবলীলতা বাড়ত বলে আমাদের মনে হয়। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ভাল এবং প্রচ্ছদ আকর্ষণীয়।

(ঙ) কমপিউটার অপারেটিং সিস্টেম বা ডস (DOS)

লেখক ঃ আখতার উদ্দিন আহমদ।
প্রকাশক ঃ রতনার পাবলিকেশন্স।
৩৯/৯ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।
প্রকাশকাল ঃ জুন, ১৯৯০।
মূল্য ঃ ৮৫ টাকা (সাদা)।
পৃষ্ঠা ঃ ২১৬ + ৮।
স্তর ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক।

নাম থেকেই বোঝা যায় এ বইয়ে বিশেষ কোন উচ্চস্তর ভাষা বা প্যাকেজের উপর আলোকপাত করা হয়নি। বইটিতে MS-DOS বা PC-DOS বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি বিভিন্নস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী হবে। ইংরেজী শব্দের ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় বেশী। ইংরেজী শব্দের পাশাপাশি আরও অধিক বাংলা শব্দের প্রয়োগ পঠনের সাবলীলতা বাড়তো নিঃসন্দেহে। বিষয়বস্তুর বিন্যাস ভাল।

(চ) কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রোসেসিং এণ্ড প্রোগ্রামিং।

লেখক ঃ জুলফিকার আযম।
প্রকাশিকা ঃ মিসেস খাদিজা বেগম।
১১৮, লেকসার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা।
প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ১৯৯০।
মূল্য ঃ ৮৫ টাকা (সাদা)।
স্তর ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক।

কমপিউটার সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক আলোচনা, ওয়ার্ড প্রসেসিং এবং বেসিক প্রোগ্রামিংকে কেন্দ্র করেই এ বইয়ের বিষয়বস্তু আবর্তিত। বাংলায় রচিত দাবী করা হলেও বইটিতে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার প্রয়োজনের তুলনায় বেশী। এ বই অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ওয়ার্ড প্রোসেসিং এবং বেসিক ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার কৌশল সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারবেন। বইয়ের প্রচ্ছদ আকর্ষণীয় এবং ছাপা ভাল।

(ছ) লোটাস ১-২-৩।

লেখক ঃ মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন ও ডক্টর মোহাম্মদ লুৎফর রহমান।
প্রকাশক ঃ অক্ষরমালা প্রকাশনী, ঢাকা।
প্রকাশকাল ঃ মার্চ, ১৯৯১।
মূল্য ঃ ৫৩ টাকা (নিউজপ্রিন্ট)।
পৃষ্ঠা ঃ ৭৪ + ৬।
স্তর ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক।

এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম লোটাস ১-২-৩ বিষয়ক পুস্তক। বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে এ বইয়ে লোটাস ১-২-৩ (ভার্সন ২.২০) এর বিভিন্ন কমাণ্ডের ব্যবহার সরলভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে শুরুতেই কমপিউটারের পরিচিতি এবং অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। মুদ্রণজনিত কিছু ত্রুটি রয়েছে। বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও উপস্থাপনা ভাল। (চলবে)

কমপিউটার বিষয়ক আপনার যে কোন লেখা, চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা, আইডিয়া, সফটওয়্যার টিপস, মতামত বা পুস্তক সমালোচনা লিখে পাঠালে আমরা তা কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশ করতে পারলে আনন্দিত হবো। ছাপানো লেখার জন্য যথাযথ সম্মানী দেয়া হবে।